পাক্ষিক

আহমদী

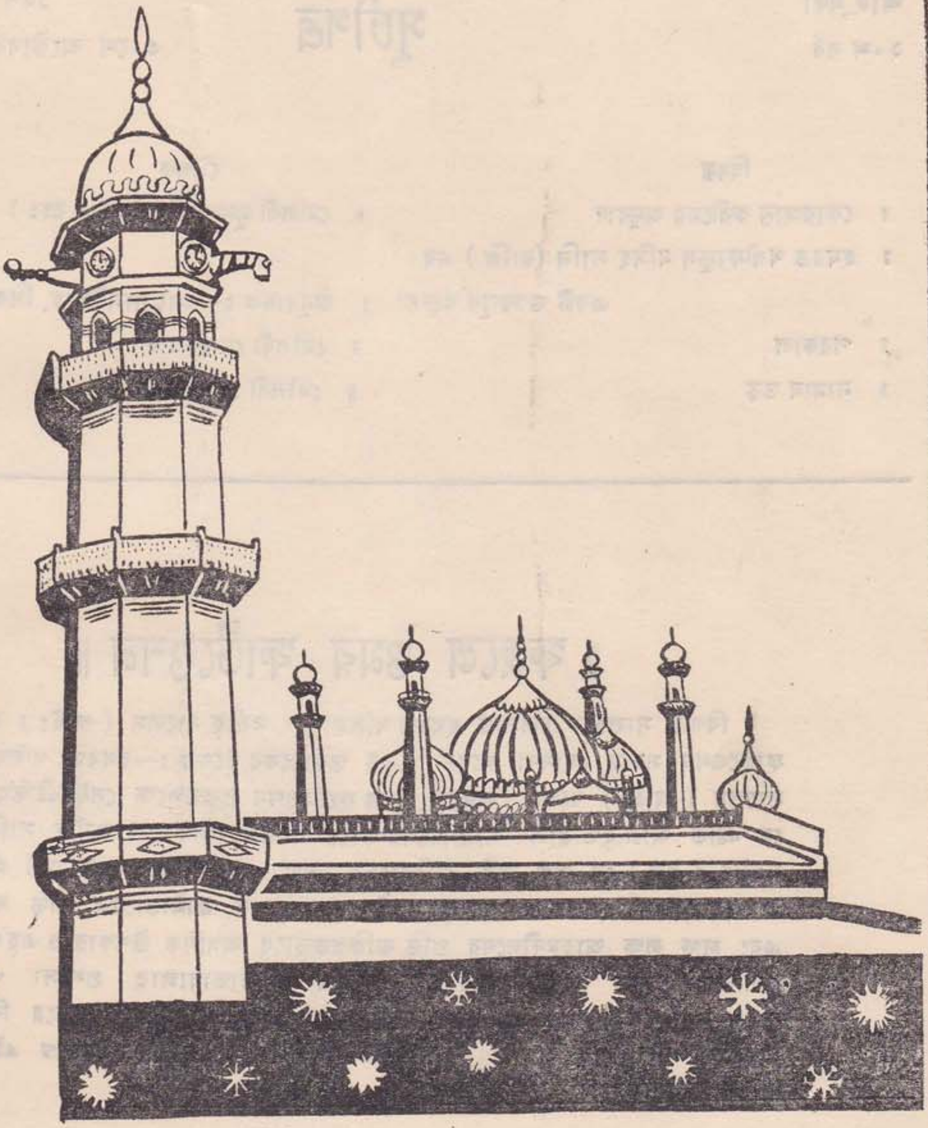

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১২শ সংখ্যা
৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্মদী
২০শ বর্ষ

১২শ সংখ্যা
৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৬ ইসাব্দ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্মদ (রহঃ)	॥ ২০১
॥ হযরত খলীফাতুল মসিহ সানি (রাজি.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা	॥ অনুবাদক :—আহ্সানউল্লাহ্ সিকদার	॥ ২০৩
॥ পরকাল	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২০৭
॥ নামায তত্ত্ব	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২১২

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য :—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ঃ ২০শ বর্ষঃ ৩০শে অক্টোবর ঃ ১৯৬৬ সনঃ ১২শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ আ'রাফ

২৪শ রুকু

১৯০॥ তিনিই তোমাদিগকে একটি জীবকোষ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উহা হইতে তাহার যুগল সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তাহার নিকট শান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে তাহাকে (সঙ্গমের জন্য) আবৃত করিল সে স্বল্পভার বিশিষ্ট (গর্ভ) ধারণ করিল এবং উহা লইয়া চলাফেরা

করিতে থাকিল। যখন তাহার গর্ভভার বিশিষ্ট হইল, তখন দম্পতী যুগল তাহাদের প্রভু আল্লার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল (হে আল্লাহ্‌) যদি তুমি আমাদিগকে পূর্ণাঙ্গ সুসন্তান দান কর তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিব।

১৯১॥ অতঃপর যখন আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে পূর্ণাঙ্গ সুসন্তান দান করিলেন অমনি আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা আল্লার সহিত অনেককে শরীক বানাইয়া নিল। তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যাহাদিগকে শরীক করে তিনি তাহাদের অপেক্ষা অতি ঊর্ধে।

১৯২॥ তাহারা কি আল্লাহ্‌র সহিত উহাদিগকে শরীক করিতেছে যাহারা কোন বস্তু সৃষ্টি করে নাই বরং তাহারাই সৃষ্ট।

১৯৩॥ এবং উহাদিগকে সাহায্য করার কোন শক্তি তাহাদের নাই, এমন কি তাহাদের নিজদিগকে সাহায্য করারও কোন ক্ষমতা নাই।

১৯৪॥ এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে সুপথের দিকে ডাক তাহারা তোমাদের অনুগমন করিবে না। তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান কর অথবা নীরব থাক; তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

১৯৫। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাহাদের নিকট প্রার্থনা কর তাহারাও তোমাদেরই মত দাস তবে তোমরা তাহাদিগকে ডাকতো দেখি এবং তাহারা তোমাদের ডাকের জওয়াব দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৯৬। তাহাদের কি পা আছে যাহা দ্বারা চলিতে পারে? তাহাদের কি হাত আছে যাহা দ্বারা ধরিতে পারে? তাহাদের কি চক্ষু আছে যাহা দ্বারা দেখিতে পারে, তাহাদের কি কাণ আছে যাহা দ্বারা শুনিতে পারে? তুমি বল: (হে মোহাম্মাদ!) তোমরা তোমাদের উপাস্যগুলিকে আহ্বান কর এবং আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন কর; তৎপর তোমরা আমাকে আর অবকাশ দিও না।

(ক্রমশঃ)

★

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি উপদেশ

আমি তোমাদিগকে সীমার মধ্যে থাকিয়া উপকরণ যা উপায়াবলম্বন করিতে নিষেধ করি না; কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যান্য জাতিদের অনুকরণে শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করি। তোমাদের যদি চক্ষু থাকে তবে দেখিতে পাইবে যে, একমাত্র খোদা ভিন্ন বাকি সব কিছুই তুচ্ছ; তাঁহার অনুমতি ব্যাতিরেকে তোমরা হস্তকে না প্রসারিত করিতে পার, না গুটাইতে পার। কোন আধ্যাত্মিক মৃত ব্যাক্তি ইহা শুনিয়া হয়ত বিদ্রূপ করিবে; কিন্তু হায়! তাহার পক্ষে বিদ্রূপ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় ছিল।

হযরত খলীফাতুল মসিহ সানি (রাজিঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা

অনুবাদক ঃ— আহ্‌সানউল্লাহ্‌ সিকদার

এমন কোন আহ্‌মদী যেন না থাকে, যে তর্জমার সহিত কোরআন করীম না জানে। চেষ্টা কর যেন দুনিয়াবাসী কোরআন করীমের সৌন্দর্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হয়। একমাত্র ইসলামেরই এই গর্ব যে, ইহার ধর্মীয় এবং ঐশী গ্রন্থ নিশ্চিত এবং সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।

হুজুর (রাজিঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই এই গর্ব রহিয়াছে যে, ইহার ধর্মীয় এবং ঐশী কেতাব নিশ্চিত এবং সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন করীমের এমন রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন যে, শত্রু হইতে শত্রুও ইহার রক্ষিত থাকিবার সাক্ষ্য প্রদান করিতে বাধ্য এবং কোরআন করীম রক্ষিত থাকা ইহার আভ্যন্তরিণ সাক্ষ্য দ্বারা এমন সপ্রমানিত যে, কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি গোলাপফুলের দুই চারিটি পাপড়ী ছিড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তবে গোলাপ ফুলের আকৃতিই বলিয়া দিবে যে, ইহা আসল আকৃতি নহে। আসলে প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট যত বস্তু, ঐ সমস্ত বস্তুই এমন যে, যদি ঐ গুলির কোন অংশ কর্তন করা হয়, তবে তৎসঙ্গেই ইহা প্রমাণিত হইয়া যায়।

খরবুজা (এক প্রকার ফল) কত সাধারণ বস্তু। এক পয়সায় দুইটি বিক্রয় হইতে আমরাও দেখিয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি খরবুজার কিছু অংশ কাটিয়া ফেলে তবে কি এই চুরি গোপন থাকিতে পারে? আমের এক টুকরা যদি পৃথক করিয়া ফেলে, তবে ইহা কি সম্ভব যে, ইহা অজ্ঞাত থাকে? আঙ্গুর, আনার, মোট কথা যত প্রকার ফল ও তরকারী আছে, এই গুলির মধ্যে সামান্য পরিবর্তন করিয়া দিলেই সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় যে, ইহাতে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তারপর ইহা কিরূপে সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি খোদা-তা'লার কালামে হস্তক্ষেপ করে এবং ইহা অজানা থাকে? যদি কোন ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিতে চায়, তবে তাহার জন্য দরকার সর্বপ্রথম ঐ বস্তুর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত করা। এবং কোন বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথম দৈব দূর্ঘটনা দ্বারা, দ্বিতীয়, যাহা ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়। যদি প্রথম কারণ ধরেন, তবে কোরআন করীমের আয়াতে দৈব দূর্ঘটনা দ্বারা কোন পরিবর্তনের প্রমান নাই। দৈব দূর্ঘটনা এই হইতে পারিত; যেরূপ ঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ) কোরআন করীমের কোন লম্বা এবারতের কোন বাক্য ভুলিয়া যাইতেন এবং ঐস্থলে অন্য বাক্য সংযোগ করিতেন। কিন্তু এই আপত্তি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জামানায় কোন কাফেরও করে নাই এবং কোন মুসলমানও কখনও এই কথা বলেন নাই যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) কোরআন করীমের কোন বাক্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে শত্রুগণ হুজুর (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই এবম্প্রকার দূর্ণাম রটনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালের মন গড়া কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে ? প্রত্যেক মানুষ ইহাকে শত্রুতা প্রসূত এবং বিদ্বেষ প্রসূত বলিয়া মত প্রকাশ করিবে। বাকী থাকে কোরআন করীমের কোন অংশ ইচ্ছাকৃত ভাবে বাদ দেওয়া। পরন্তু এই বিষয়ের দাবীদার এক মাত্র শিয়া সম্প্রদায়। শিয়াগণ বলে যে, কোরআন করীমের কোন কোন অংশ ইচ্ছাকৃত ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভুল তাহাদেরই দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার মনে হয়, আল্লাহ্‌তা'লার ইহা হেকমত যে, হযরত আলী (রাজিঃ) শেষ খলীফা হইয়াছিলেন। যদি তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফৎকালে ওফাৎ প্রাপ্ত হইতেন, তবে শিয়াগণ বলিত যে, হযরত আলী (রাঃ)-র নিকট কোরআন করীমের যে অংশ ছিল উহা তাঁহারই সহিত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু খোদাতা'লা হযরত আলী (রাঃ)-কে ঐ সমস্ত খেলাফৎকালে জীবিত রাখিলেন এবং হযরত ওসমান (রাজিঃ) এর পর খলীফার আসনে উপবিষ্ট করাইলেন। এখন শিয়াগণ নিঃসন্দেহে এই কথা বলুক যে, হযরত আলী (রাজিঃ) ঐ সময় ও তাঁহার নিকট রক্ষিত কোরআন করীমের ঐ অংশ গোপন রাখিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহাদের এই কথা কে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে ? প্রত্যেক মানুষ এই কথাই বলিবে যে, হযরত আলী (রাঃ) যখন স্বয়ং খলিফা হইয়াছিলেন তখন কোরআন করীমের ঐ অংশ প্রকাশ করিলেন না কেন।'

মোট কথা, কোরআন করীমের প্রতি এমন কোন আপত্তি আরোপিত হয় না যাহা যুক্তিসঙ্গত এবং কোরআন করীমের সুরক্ষিত হওয়া সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি করিতে পারে। তারপর তখনও কোরআন করীমের বহু হাফেজ বিদ্যমান ছিলেন। এই কারণেও কোরআন করীমে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধনের সম্ভাবনা ছিল না। এই মর্যাদাও একমাত্র কোরআন করীমেরই রহিয়াছে যে, এক সময় ইহার অনেক হাফেজ মওজুদ ছিলেন, তারপর হাফেজের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শত-শত, সহস্র সহস্র এবং বর্তমানে লক্ষ লক্ষ হাফেজ মওজুদ রহিয়াছেন। কোরআন করীম ব্যতিত দুনিয়ার আর কোন ইল্‌হামী গ্রন্থই এমন নাই, যাহা কণ্ঠস্থ করা হয়। আল্লাহ্‌তা'লা ইহাকে এমন সুবিন্যস্তরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, ইহা কণ্ঠস্থ করা খুবই সহজ। আমার ছেলে নাসের আহ্‌মদ (জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহমদ—অনুবাদক) হাফেজ। সে ১৫ বৎসর বয়সেই হিফ্‌জ্‌ করিয়াছিল। বর্তমান অধঃপতিত জমানাতে যখন মুসলমানগণ ইসলাম সম্বন্ধে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করিতেছে তখনও লক্ষ লক্ষ হাফেজ বিদ্যমান রহিয়াছেন।

প্রথমে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জাতি লিখাকে লজ্জাকর কাজ বলিয়া মনে করিত। কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ) আপন জীবদ্দশাতে সাহাবাগণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তার ফলে মুসলমানগণ অতি অল্পকালের মধ্যে লেখা পড়াতে খুবই পারদর্শিতা অর্জন করিলেন এবং কোরআন করীমও লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। পরন্তু সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রাজিঃ) কোরআন করীমের যে সমস্ত পৃথক পৃথক অংশ লিপিবদ্ধ ছিল, ঐ সমস্ত একত্র করিয়া এক খণ্ডে লিখাইলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাজিঃ) এবং হযরত ওসমান (রাজিঃ) লিখকগণ দ্বারা কোন ভুল হইয়াছে কিনা উহা পরীক্ষা করিবার জন্য হাফেজগণ দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করাইলেন, যেন লিখকগণ দ্বারা ভুল হইয়া থাকিলে সংশোধন করা যায়।

এতদ্ব্যতিত কোরআন করীমের সংরক্ষণের আসল কাজ হযরত ওসমান (রাজিঃ) এই করিয়াছেন যে, কোরআন করীমের কতিপয় খণ্ড লিখিয়া সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রে পাঠাইয়া দিলেন যেন মানুষের মধ্যে

তালাওৎ সম্বন্ধে যে পার্থক্য রহিয়াছে উহা মিটিয়া যায়। বিভিন্ন এলাকাতে বিভিন্ন শব্দ একই অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিক্ষা যখন ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয়, তখন পার্থক্য মিটিয়া যায়। ইউরোপীয় লেখকগণ কেরআতের পার্থক্যকে এমন রঙ্গে রঙ্গীন করিয়াছে যে, সাধারণ মানুষ তাহাদের উত্তর দিতে ঘাব্‌ড়াইয়া যায়। আসলে কিন্তু কথা কিছুই নহে। পাঞ্জাবেরই বিভিন্ন এলাকাতে একই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন শব্দ বলা হয়। যেরূপঃ কাদিয়ানের মানুষ যদি পাঞ্জাবী ভাষায় বলিতে চায় "ধরিয়া ফেলিয়াছে" তবে বলে যে. "ফড়াঁলিয়া।" কিন্তু গুজরাত প্রভৃতি স্থানের লোক বলে, "ফাঁদলিয়া।" ইহাতে কি কেহ শোরগোল আরম্ভ করিবে যে, বড় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে? ভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়াছে? দিল্লিবাসীগণ দাবী করে যে, আমাদের উর্দূ উৎকৃষ্ট। দিল্লিবাসীগণ 'কাদা'কে বলে 'কীচড়।' আর লক্ষ্ণৌবাসী বলে 'কীচ।'

আমাদের দেশে যেরূপ ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্রূপ আরবেও ছিল। কোন কোন গোত্র 'মিম' কে 'বে' পাঠ করিত। যেরূপ, 'মক্কা'কে 'বাক্কা' বলিত। কাহারও সর্দী হইলে সে 'মিম' সঠিক মত উচ্চারণ করিতে পারে না। যদি সে 'মেরী' বলিতে চায়, তবে তাহার মুখ হইতে 'বেরী' উচ্চারিত হয়। ঐ যুগে মানুষের বসতি দূর দূর এলাকাতে ছিল। যদি কেহ রোগাক্রান্ত হইত, তবে তাবুতেই অবস্থান করিত। তার ফল এই হইত যে, সন্তানগণ যে উচ্চারণ শ্রবণ করিত উহাই বলা আরম্ভ করিত? প্রকৃত ভাষার জ্ঞান তাহাদের কিরূপে হইতে পারিত। পিতা মাতার নিকট হইতে তাহারা যেরূপ কথাবার্তা শ্রবন করিত ঐরূপই বলা আরম্ভ করিত এবং উহাই ঐ স্থানের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত। ছোট শিশুকে আমি বহুবার 'মেরী' কে 'মেজী' বলিতে শুনিয়াছি। মোট কথা, মুখে তোত্‌লামী থাকার দরুন, অথবা অন্য কোন ত্রুটির দরুন যে বাক্য বারংবার নির্গত হইবে উহাই ঐ অঞ্চলের ভাষারূপে পরিগণিত হইবে। যেরূপ, পাঞ্জাবে 'ফাড় লও' এবং 'ফাদ লও' হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা যখন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ভাষা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন এই পার্থক্য দূরীভূত হইয়াছে।

সুতরাং কেরআতের পার্থক্য এমন বিষয় নহে, যাহা কোরআন করীম সুরক্ষিত থাকা সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি করিতে পারে। আমার মন চাহে যে, বাক্যে পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে মিযানুর রহমানের ন্যায় একটি গ্রন্থ লেখার, যেন পার্থক্যের কারণ নিরূপিত হয়। কোরআন করীমের সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহার সংরক্ষণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ করাই যাইতে পারে না। ইহা মুসলমানগণের দুর্ভাগ্য যে, তাহারা কোরআন করীমের দিক হইতে আপন মনোনিবেশ সরাইয়া ফেলিয়াছে এবং অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা একটি মহামূল্যবান বস্তু; আযীমুশ্‌শান নেয়ামত স্বরূপ মুসলমানগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার প্রতি এখন জামাতে আহ্‌মদীয়ার পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে এবং আমাদের একজন মানুষও যেন এমন না থাকে, যে ইহা পাঠ করিতে না জানে এবং তর্জমা না জানে। যদি কাহারও নিকট তাহার কোন বন্ধুর পত্র আসে, তবে যে পর্যন্ত ঐ পত্র পাঠ না করে সে পর্যন্ত স্বস্থির নিশ্বাস নিতে পারে না। আর যদি কেহ স্বয়ং পত্র পাঠ করিতে না জানে, তবে একের পর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা পত্র পাঠ করাইলে তাহার মনে বিশ্বাস স্থাপিত হয় যে, পাঠকগণ ঠিকই পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু কত দুঃখের বিষয় যে, আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে পত্র আসে এবং উহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ দেখা

গিয়াছে যে, দরিদ্রগণ কোরআন করীম পাঠ করিবার চেষ্টা করে এবং ধনীগণ ইহার প্রয়োজনীয়তাই হৃদয়ঙ্গম করে না। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি জাগতিক দিক দিয়া কোন বিদ্যা রাখে, অথবা ধনী হয়, তাহার পক্ষে কোরআন করীম পাঠ করা অধিক সহজ। কেননা, এমন ব্যক্তি কোরআন করীম পাঠ করিবার সুযোগ সুবিধা অধিক পাইতে পারে। আমার মতে এমন লোক, যাহারা শিক্ষিত। যেরূপ, ডাক্তার, উকিল, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার। তাহারা খোদাতা'লার নিকট অধিক দোষী। কেননা, তাহারা যদি কোরআন করীম পাঠ করিতে চাহিতেন, তবে খুবই সহজে এবং খুবই শীঘ্র পড়িতে পারিতেন। সুতরাং এই সমস্ত লোক খোদাতা'লার নিকট অধিক গোনাহ্‌গার। অন্য লোক সম্বন্ধে ত মনে করা যাইতে পারে যে, তাহার কণ্ঠস্থ করিবার শক্তি কার্য করিতে পারিত না। কিন্তু এই সমস্ত লোকের ত মস্তিষ্ক প্রখর ছিল এবং কণ্ঠস্থ করিবার শক্তি কার্য করিত। তবেইত তাহারা এই সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা বলিবেন, "জাগতিক বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য তো তোমরা সময় এবং কণ্ঠস্থ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলে। কিন্তু আমার কালাম বুঝিবার জন্য তোমাদের নিকট সময় এবং কণ্ঠস্থ করিবার শক্তি ছিল না।" একজন দরিদ্র ব্যক্তির দৈনিক ১০।১২ ঘণ্টা পেটের জন্য কাজ করিতে হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সে কোরআন করীম পড়িবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ডাক্তার, যাহাদিগকে কতিপয় ঘণ্টা কাজ করিতে হয়, তাহাদের জন্য কোরআন করীম পাঠ করা কি মুশকিল? এই সমস্তই অমনোযোগীতা এবং অলসতার লক্ষণ। মানুষ যদি চেষ্টা করে, তবে খুব শীঘ্রই আল্লাহ্‌তা'লা তাহার জন্য রাস্তা সহজ করিয়া দেন। অন্যান্য দুনিয়া-বাসীত পূর্ব হইতেই দুনিয়া কামাইবার জন্য ব্যস্ত এবং পরকালের প্রতি চক্ষু উত্তোলন করিয়া দেখে না। যদি আমাদের জামাতও তদ্রূপ করে, তবে কত দুঃখের বিষয়ে পরিণত হইবে। আসল কথা এই যে, জগদ্বাসী বিদ্যা, কলাকৌশল এবং অন্যান্য আবিষ্কারের ব্যাপারে উন্নতি করিতেছে। কিন্তু দুনিয়াবাসী যেহেতু কোরআন করীম হইতে সরিয়া পড়িতেছে এইজন্য ঐ সমস্ত বস্তুই ধ্বংস এবং ক্ষতি আনয়ন করিতেছে। যে পর্যন্ত মানুষ কোরআন করীমের শিক্ষাকে আকড়াইয়া না ধরিবে, যে পর্যন্ত মানুষ কোরআন করীমকে আপন পথ প্রদর্শক বলিয়া মান্য না করিবে ঐ সময় পর্যন্ত শান্তিময় শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে না। দুনিয়ার সৌজন্য ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। আমাদের জামাতের চেষ্টা করা দরকার, দুনিয়া যেন কোরআন করীমের সৌন্দর্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হয় এবং কোরআন করীমের শিক্ষা বার বার মানুষের সামনে পেশ হইতে থাকে যেন দুনিয়াবাসী এই নিরাপদ ছায়াতলে আসিয়া শান্তি হাসিল করিতে পারে।

[৯ই মে ১৯৪৬ইং তারিখে মাগরিবের পরে কাদিয়ানে প্রদত্ত]

আলফজল :—২০শে জুলাই ১৯৬৬

॥ ভুল সংশোধন ॥

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর (৯ম সংখ্যা) তারিখের পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকায় যে জুমআর খুতবা প্রকাশিত হইয়াছিল উহার হেডিং-এ ভুল রহিয়াছে। "প্রত্যেকটি আয়াৎ যাহা আনা হয়" না হইয়া "প্রত্যেকটি আঘাত যাহা হানা হয়" হইবে। ত্রুটি মার্জনীয়। —সঃ আহ্‌মদী

॥ পরকাল ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পুণ্য ও পাপ

নবী মারফৎ প্রেরিত আল্লাহ্ তা'লার বিধানস্থিত আদেশ সমূহ পালনে পূণ্য হয় এবং তাঁহার আদেশ বিরোধী কাজ সমূহ পাপ। পাপ সমূহ আমাদিগের প্রকৃতি বিরোধী এবং আত্মার জন্য হানিকর এবং পূণ্য ক্রিয়া সমূহ আমাদিগের প্রকৃতি-সম্মত এবং আত্মার জন্য হিতজনক। সেই জন্য পাপ পরিত্যজ্য এবং পূণ্য অনুশীলন যোগ্য। পাপের শাস্তি পাপের তুল্য মাত্র একটি কিন্তু পূণ্যের পুরস্কার কম পক্ষে দশগুণ হইতে অসংখ্যগুণ হইয়া থাকে। পূণ্য ফলবান বৃক্ষ সাদৃশ্য। একটি সুস্থ আমের আঁটি মাটিতে পূতিয়া যত্ন করিলে উহা হইতে যে বৃক্ষ হয়, উহা বহুকাল যাবৎ বছরে বছরে বহু ফল দিতে থাকে এবং প্রত্যেক ফল হইতে আবার এক এক বৃক্ষ হইয়া অনুরূপ ফল দিতে পারে। পাপ ফলহীন কাঁটা বৃক্ষের ন্যায়। পাপ ও পূণ্যের ফল সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন,

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ج ومن
جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها ○

অর্থাৎ—"যে কেহ নেক কাজ করিবে, সে তাহার তুল্য দশ গুণ পাইবে; কিন্তু যে মন্দ কাজ করিবে, সে তৎতুল্য একটি প্রতিদান পাইবে।" (সুরা—আনআম—শেষ রুকু)। আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমাশীল। অনুতাপ করিলে তিনি পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং পুরস্কৃত করেন। মানব জাতি ব্যভিচারী হইলে শাস্তির যোগ্য হইয়া যায়। কিন্তু তিনি নবী প্রেরণ করিয়া মানবজাতিকে অনুতাপ ও পূণ্য কর্মের দিকে আহ্বান জানান। যাহারা অনুতাপ করে ও পূণ্য কর্মের অনুশীলন করে, তাহারা ক্ষমালাভ করে এবং ইহ-জগতেও পুরস্কৃত হয়। ধর্মের ইতিহাস এই বিষয়ের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين ○
فالذين امنوا وعملوا الصلحت لهم مغفرة و
رزق كريم ○

অর্থাৎ—"বল ঃ হে মানবজাতি ! আমি তোমাদিগের নিকট একজন সতর্ককারী মাত্র। যাহারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে; তাহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক উপজীবিকা।"

ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله
يجد الله غفورا رحيما ○

অর্থাৎ "যে কেহ মন্দ কাজ করে বা স্বীয় আত্মার প্রতি জুলুম করে, এবং তৎপরে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল পাইবে।" (সুরা নেসা—১৬ রুকু)

সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানবের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা জীবন যাত্রার বিধান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সেই জন্য পাপ ও পূণ্যের প্রশ্ন কেবল মানবের জন্য উঠে; অপর কাহারও জন্য নহে। জীবন ক্ষেত্রে একমাত্র মানব, পাপ ও পূণ্যের সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামে পূণ্য চিরকাল বিজয়ী ও পাপ পরাজিত হইয়া আসিতেছে। নবী পূণ্যের প্রতীক হইয়া জগতে একা ও অসহায়

দণ্ডায়মান হন এবং ব্যাভিচারীজাতি তাহাদের সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহার বিরোধীতা করে, তথাপি আল্লাহ্‌তা'লার নবী জয়যুক্ত হন এবং পাপাচারীগণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এই পাপ ও পূণ্যের সংগ্রামে যথাক্রমে শয়তান ও ফেরেস্তা মানবের সঙ্গী।

ফেরেস্তা

ফেরেস্তাগণ অশরীরী বাস্তব অস্তিত্ব। ইহলোক এবং পরলোক, উভয় লোককে ছাইয়া তাহারা সদা কর্মে নিরত।

ফেরেস্তাগণের কর্মক্ষেত্র

ইহলোকে তাহাদিগের কর্মক্ষেত্র মোটামুটি দুই প্রকারের। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে একদিকে (১) প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি এবং উহার পরিচালনা ও ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং অপর দিকে (২) মানবের আধ্যাত্মিক রূপায়নে ও নিয়ন্ত্রণের কাজেও তাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

ভৌতিক বিশ্বে প্রত্যেক অণু পরমাণুতে এক এক ফেরেস্তা এক এক কার্যে নিরত রহিয়া সতত উহাদের পরিচালনা করিতেছে এবং সম্মিলিতভাবে তাহারা ঐশী আদেশে নির্দিষ্ট ধারায় সৃষ্টি রক্ষা করিয়া চলিতেছে। সুদূর আকাশের জ্যোতিকগুলি পর্যন্ত তাহাদিগের পরিচালনাধীনে আপন আপন কক্ষপথে বিচরণশীল।

ফেরেস্তাগণের ক্রিয়া

ফেরেস্তাগণ আমাদিগের আধ্যাত্মিক রূপায়নের জন্য সতত ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। এ বিষয়ে তাহাদিগের কাজ চারি প্রকারের হইয়া থাকে। যথা, (১) যুগনবীর নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী লইয়া অবতরণ, (২) বিশ্বাসীর নিকট শুভসংবাদ প্রদান ও সান্তনা দান, (৩) সত্যচারীগণকে সাহায্য করণ এবং (৪) সাধুগণকে ধ্বংস করিতে উদ্যত পাপাচারীগণের বিনাশ সাধন নবীগণের নিকট ফেরেস্তাগণ কখনও কখনও জীবন্ত মূর্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "ফেরেস্তা কখনও কখনও মানুষের মূর্তি ধারণ করে এবং আমার সহিত কথা বলে এবং আমি তাহা স্মরণ রাখি।" —(বুখারী)। একদা এক মজলিসে যখন জীবরাইল (আঃ) হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে এক পুরুষের মূর্তিতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন, তখন উপস্থিত সাহাবীগণও তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এবং কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলেন। —(সহি মুসলিম)। যখনই আল্লাহ্‌তায়ালা মানব জাতির জন্য নবী মনোনীত করেন, তখন তাঁহার নিকট বাণী প্রেরণের জন্য এক ফেরেস্তাও মনোনীত করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন,

الله يصطفى من الملٰئكة رسلا و من الناس

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ মনোনীত করেন রসুলগণ ফেরেস্তাদিগের মধ্য হইতে এবং মানবগণের মধ্য হইতে।" সুরা হজ্ব—১ম রুকু।

বিশ্বাসীগণের নিকট ফেরেস্তা অবতরণ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন,

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل
عليهم الملٰئكة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا
بالجنة التى كنتم توعدون ٥

অর্থাৎ "যাহারা বলে: আল্লাহ্‌ আমাদিগের প্রভু এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাদিগের উপর ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয় ও সংবাদ দেয়, ভীত হইও না এবং দুঃখিত হইও না, পরন্তু শুভ সংবাদ গ্রহণ কর সেই উদ্যানের যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।" (সুরা হামিম—৪র্থ রুকু)।

সাধুগণকে ফেরেস্তাদের সাহায্য এবং তাহাদিগের শাস্তি দান সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কোরআনে বদরের যুদ্ধের উল্লেখে বলিয়াছেন,

اني ممدكم بالف من الملئكة مردفين ...

... اذ يوحى ربك الى الملئكة انى معكم فثبتو الذين امنوا ط سالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فرق الاعناق و اضربوا منهم كل بنان ٥

অর্থাৎ—"আমি তোমাদিগকে এক সহস্র ফেরেস্তা দিয়া সাহায্য করিব, একে অপরের অনুসরণকারী।" (সুরা আনফাল—১ম রুকু)।

"যখন তোমার রব (প্রতিপালক) ফেরেস্তাদিগকে ওহি করিলেনঃ আমি তোমাদের সহিত রহিয়াছি, বিশ্বাসীগণকে দৃঢ়তা দাও। আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব। সুতরাং আঘাত কর গ্রীবার উর্ধভাগে এবং আঘাত কর অঙ্গুলির মাথাগুলিতে," (সুরা আনফাল- ২য় রুকু)।

ফেরেস্তাগণ মানবের মনে সদা সৎকর্মের প্রেরণা দিতেছে এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব সৃষ্টি করিয়া মানবকে বহুবিধভাবে সাহায্য করিয়া যাইতেছে। মানুষের সুপ্ত সৎবৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল করা এবং উহাদের পরিচালনায় সহায়তা করা ও সফলতা দান করা এবং এইভাবে আত্মাকে পরিপুষ্টি দান করা ফেরেস্তাগণের কাজ। এই সকল কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যেক আত্মার উপর এক এক রক্ষী ফেরেস্তা নিযুক্ত আছে।

ان كل نفس لما عليها حافظ *

অর্থাৎ-"এমন কোন আত্মা নাই, যাহার উপর কোন রক্ষী (ফেরেস্তা) নিযুক্ত নাই।"

(সুরা—আত্-তারেক)।

ফেরেস্তাগণ আল্লাহ্ তা'লার হুকুমের দাস। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন,

لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون *

অর্থাৎ "তাহারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশের অবাধ্যতা করে না এবং তাহাদিগকে যে আদেশ দেওয়া হয়, তাহারা তাহাই পালন করে।" (সুরা তাহরীম—১ রুকু)। অবাধ্যতা করিবার বা হুকুম পালনে কম বেশী করিবার কোন শক্তি তাহাদিগের নাই।

আল্লাহ্ তা'লার শক্তির প্রকাশে ফেরেস্তাগণ

বিভিন্ন ফেরেস্তা আল্লাহ্ তায়ালার বিভিন্ন শক্তি ও গুণের প্রকাশ করিয়া থাকে। কেহ একটি শক্তির এবং কেহ একাধিক শক্তির প্রকাশ করিয়া থাকে।

الحمد لله فاطر السموات و الارض جاعل الملئكة رسلا اولى اجنحة مثنى و ثلث و رابع يزيد فى الخلق ما يشاء - ان الله على كل شيء قدير *

অর্থাৎ—"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার, নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনকর্তার, যিনি নিয়োজিত করেন রসুলরূপে ফেরেস্তাগণকে দুই, তিন এবং চারি ডানা বিশিষ্ট। তিনি যেমন চাহেন তাদের সৃষ্টিকে বাড়াইয়া দেন। সকল বস্তুর উপর আল্লাহর অধিপত্য রহিয়াছে।" (সুরা ফাতের—১ম রুকু)। এখানে ডানার অর্থে শক্তিকে বুঝায়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি প্রত্যেক মানব রসুলের জন্য আল্লাহ্তায়ালা এক ফেরেস্তা রসুল নির্বাচিত করেন। এই সকল ফেরেস্তা একাধিক শক্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। মানব জাতির ক্রমোন্নতির ধারায় যেমন তাহাদের মধ্যে নব নব বুদ্ধি ও শক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তদুপযোগী বিধান দ্বারা তাহাদের জীবন যাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত মানব রসুলের নিকট অধিকতর শক্তি সম্পন্ন ফেরেস্তা রসুলের অবতরণ হইয়াছে। সেই সকল শক্তিকে রূপকভাবে ডানা বলা হইয়াছে। এখন হইতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে মানবের বুদ্ধি ক্রমঃবিবর্তনের ধারায় যৌবনে পদার্পণ করে এবং মানুষ

তখন মানবতার পূর্ণ প্রকাশের ধারকতা লাভ করে। সেই সন্ধিক্ষণে তাহার মধ্যে সহজাত সুপ্ত সর্বমুখী শক্তিগুলিকে জাগ্রত ও প্রকাশ করিবার জন্য অনুরূপ শক্তি সম্পন্ন নবী ও সেই নবীর গুণরাজিকে বিকশিত করিবার জন্য উপযোগী আদেশ নিষেধ সম্বলিত ঐশী বিধানসহ অনুরূপ শক্তি সম্পন্ন ফেরেস্তার অবতরণের প্রয়োজন ছিল।

পূর্ণ মানবতার বিকাশে জীবরাইল (আঃ)

হযরত রসুল করীম (সাঃ) সেই মহিমান্বিত রসুল এবং হযরত জীবরাইল (আঃ) তাঁহার জন্য নিয়োজিত ফেরেস্তা। পবিত্র কোরআনে ছয় শত আদেশ আছে। আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে এই ছয় শত আদেশের উপর কায়েম করিতে চাহেন। সেই জন্য তিনি তাহার মধ্যে ছয় শত শক্তির বীজ দিয়াছেন। এই বীজগুলি উদ্দীপিত করিতে তিনি জীবরাইল (আঃ) কে ছয় শত আধ্যাত্মিক ডানা দিয়াছেন। তিনি তাহার ডানার উত্তাপে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ছয় শত শক্তির বীজকে উত্তপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া, তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মানবতার বিকাশ করেন। ফলে তিনি জগতবাসীর জন্য পূর্ণ আদর্শ হইয়া যান। এখন যে ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণে তাহার যত বেশী শক্তির বিকাশ করিবে, সে মানবতার পূর্ণতার দিকে তত বেশী অগ্রসর হইবে।

রেসালতের দায়িত্বে জীবরাইল (আঃ)-এর অধিনায়কত্ব

রেসালত ও ধর্ম বিষয়ে গুরুদায়িত্বভার জীবরাইল (আঃ)—এর উপর ন্যস্ত। তাঁহার অধীনে অগণিত ফেরেস্তা কাজ করিয়া যাইতেছে।

পূর্ববর্তী রসুলগণের উপর যে সকল ফেরেস্তা রসুল অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারা সকলেই জীবরাইল (আঃ)-এর অধীনস্থ ফেরেস্তা এবং তাহারা কম শক্তি সম্পন্ন ছিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) নবী শ্রেষ্ঠ বলিয়া জীবরাইল (আঃ) স্বয়ং তাঁহার নিকট অবতীর্ণ হন।

ফেরেস্তার অবতরণ

ফেরেস্তার অবতরণ দৈহিকভাবে হয় না। তাহাদিগের অবতরণ হয় দিবাভাগে দর্পণ অথবা জলরাশির উপরে সূর্যের প্রতিবিম্বাকারে অবতরণ স্বরূপ।

ফেরেস্তাগণের মধ্যে কর্ম বিভাগ

কাজ অনুযায়ী ফেরেস্তাগণের শ্রেণীবিভাগ আছে এবং বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ফেরেস্তা নিয়োজিত রহিয়াছে। একে অপরের কাজ করিতে পারে না। যে ফেরেস্তাকে সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সে শুধু তৎসংক্রান্ত কাজ করিতেই সক্ষম, সে ধ্বংসের কাজ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; যে ফেরেস্তাকে ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছে, সে সৃষ্টি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অক্ষম; যাহাকে দয়ার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে সে কঠোরতা জানে না।

এইভাবে সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জগতে এবং ইহলোক ও পরলোকে যে অগণিত ফেরেস্তা সদা কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহাদিগের কার্যের বিভাগ স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র কার্যে রত। একাধিক কাজে তাহাদিগের নিয়োগ হয় না এবং উহা সাধন করিবার ক্ষমতাও তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মানুষকে সর্বোতমুখি প্রতিভা দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই তাহাকে সাহায্যের জন্য বহু ফেরেস্তা নিযুক্ত রহিয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন রক্ষী ফেরেস্তা নিযুক্ত আছে। তাহার পরিচর্যার জন্য আরও ফেরেস্তা নিযুক্ত আছে। হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে এক হাদিস বর্ণিত আছে যে, ২০ জন ফেরেস্তা প্রত্যেক মানুষের পরিচর্যায় নিযুক্ত আছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুযায়ী কোন কোন মানুষের সহিত ততোধিক ফেরেস্তা কাজ করিয়া থাকে।

শ্রেণী ও দলবদ্ধভাবে ফেরেস্তাগণের কার্য

স্থান বিশেষে এক এক শ্রেণীর ফেরেস্তা দলবদ্ধভাবে কাজ করিয়া থাকে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে;

وما منا الا له مقام معلوم ۝ وانا لنحن الصافون ۝

"(এবং ফেরেস্তাগণ বলে); এবং আমাদের মধ্যে একজনও নাই, যাহার জন্য স্থান নির্দিষ্ট নাই। এবং নিশ্চয়ই আমরা এমন যে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।" (সুরা-আস-সাফাত—৫ম রুকু)

কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলে ইহার সত্যতা প্রতিভাত হইবে। ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা যে, স্থানবিশেষে আমাদের মনে বিশেষভাবের উদয় হয়। বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর ফেরেস্তার উপস্থিতি ইহার কারণ; তাহারা এক এক স্থানে এক এক প্রকার প্রভাব বিস্তার করে। মসজিদে বা উপসনালয়ে এক বিশেষ শ্রেণীর ফেরেস্তা দলবদ্ধভাবে উহার প্রত্যেক ধূলিকণার অণু-পরমাণুতে বসিয়া পবিত্র প্রভাব বিস্তারের কাজে ব্যাপৃত থাকে। সেইজন্য উহাতে প্রবেশকারীর মনে পবিত্র ভাবের উদ্রেক হয়। কবরস্থানে অপর এক শ্রেণীর ফেরেস্তা দলবদ্ধভাবে সেখানকার ধূলি-কণায় বসিয়া বৈরাগ্যভাবের প্রভাব বিস্তারের কাজে ব্যাপৃত থাকে। তাই যে কেহ কবরস্থানে যায়, তাহার মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়। ইহা বুঝিবার জন্য কিছু জড় দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারিবেন। আতর বিক্রেতা যদিও তাহার আতরের শিশিগুলির মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ রাখে, তথাপি দোকানের বাতাস অদৃশ্য বাষ্পান্বিত আতরের গন্ধে ভরপুর থাকে। বাতাসে আতরকে আমরা দেখি না; কিন্তু সেখানে গেলে আমাদের নাকে উহার সৌরভ প্রবেশ করে এবং আমাদের মনে এক মধুর ভাবের উদ্রেক করে। ফলের দোকানে গেলে আমরা আর এক গন্ধ পাই এবং আমাদের মনে আর এক প্রভাব জাগে। অনুরূপভাবে ফেরেস্তাগণকে আমরা দেখিতে না পাইলেও, তাহারা আপন আপন কর্মক্ষেত্রে যে অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করে তদ্বারা আমাদের আত্মা প্রভাবান্বিত হয়। আমাদিগের জড় ঘ্রাণ শক্তির নিকট যেমন আতরের জড় বাষ্পের গন্ধ অনুভূত হয়, তেমনি আমাদিগের আত্মার আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলির নিকট ফেরেস্তার আধ্যাত্মিক প্রভাব অনুভূত হয়। মোটকথা এক এক স্থানে এক এক শ্রেণীর ফেরেস্তা যন্ত্রের ন্যায় আপন আপন কর্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছে। ইহাতে তাহাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনার কোন দখল নাই।

ফেরেস্তাগণের পরিণাম

সুতরাং তাহাদের কর্মফল নাই এবং তাহাদের পাপপুণ্য, বিচার-আচার এবং পরকালে শাস্তি ও পুরস্কারের প্রশ্ন উঠে না।

(ক্রমশঃ)

কোরআন ও হাদীসের মর্যাদা

আমার সহিত শত্রুতা করিয়া তাহারা কোরআন শরীফকেও ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি কোরআন শরীফ পেশ করি। ইহার বিপক্ষে তাহারা হাদীস পেশ করে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোরআন শরীফের যে মর্যাদা আছে, হাদীসের তাহা থাকিতে পারে না। হাদীসকে আমরা খোদার কালামের সমান মর্যাদা দিতে পারি না। হাদীস তৃতীয় স্থানের জিনিস। এই কথা সর্ববাদীসম্মত যে কোন একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে হাদীস সহায়তা করে। কিন্তু সত্যের বিপক্ষে আনুমানের কোন মূল্য নাই।"

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

॥ নামায তত্ত্ব ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

ইসলামী পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌তা'য়ালার এবাদতের নাম নামায। নামায ফারসী শব্দ। পবিত্র কোরআনে যে বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী তাগিদ আছে, উহা হইল নামায। পবিত্র কোরআনে ৮৭ বার নামাযের তাকিদ আছে। ইহা হইতে নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সাধারণতঃ আমরা নামায পড়া বলিয়া থাকি। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'নামায কায়েম কর।' এতদুভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। পড়া সাধারণ কথা। ইহার মধ্যে মনের সংযোগ থাকিতেও পারে বা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু কায়েম করার অর্থ নামাযকে তাহার আদিষ্ট অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা। ইহার জন্য নিয়মিতভাবে বিনা ব্যতিক্রমে যথাসময়ে বাজামাত একাগ্রচিত্ততার সহিত ধীর-স্থীরভাবে বুঝিয়া-সুঝিয়া নামায পড়া। আরবী ভাষায় নামাযকে সালাত বলে। সালাতের অর্থ প্রেমাস্পদের নিকট মর্মজ্বালার বেদনাপূর্ণ আনুরাগভরা বিনীত নিবেদন। আত্ম-বিলীনতার দ্বারা উপাসনাকারী যখন নিজের উপর এক মৃত্যুসম অবস্থা আনায়ন করে, তখন তাহার নামায প্রকৃত নামাজের মর্যাদালাভ করে। মহা বিপদের সময় এইরূপ অবস্থা স্বাভাবিক-ভাবে আনায়ন করা সম্ভব এবং তদবস্থায় সকল দোয়া আল্লাহ্‌তা'য়ালার নিকট কবুল হয় এবং তিনি তাহা উত্তর দিয়া জানাইয়া দেন।

নামায মানুষকে পশুর স্তর হইতে নৈতিকতার স্তরে এবং নৈতিকতার স্তর হইতে আধ্যাত্মিকতার স্তরে লইয়া আল্লাহ্‌তা'লার দিকে ধাবমান করে।

নামায আত্মার খাদ্যস্বরূপ। দেহের পুষ্টি এবং জীবন ধারণের জন্য যেমন জড় খাদ্যের প্রয়োজন, আত্মার পুষ্টি ও সঞ্জীবতার জন্য তেমনই নামাযের প্রয়োজন। আত্মাকে স্বল্প মেয়াদী জীবনকাল পর্যন্ত ধারণ করিবার জন্য দেহের প্রয়োজন। এই দেহ মেয়াদান্তে অপ্রয়োজনীয় হইয়া যায়। অথচ সেই দেহের জন্য খাদ্য ও যত্নের আমরা কত আয়োজন করি। অথচ উহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল আত্মাকে ধারণ করা। সুতরাং আত্মার জন্য কত বেশী যত্ন ও খাদ্য পরিবেশনের প্রয়োজন। নশ্বর দেহের জন্য যেরূপ যত্ন লওয়া হয় এবং সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তদ্রূপ অমর আত্মার জন্যও তাহা অপেক্ষা বেশী সতর্কতা ও যত্নের প্রয়োজন। তাই আল্লাহ্‌তা'লা তাহার আত্মার জন্য পাঁচবার নানাযরূপী খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আহারে অরুচি হইলে আমরা মরণ ভয়ে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাই। এক দিন, দুই দিন না খাইলে আমরা দুর্বল ও কাজে অক্ষম হইয়া যাই। সুতরাং আমরা আতঙ্কিত হইয়া আরোগ্যের ব্যবস্থা করি। অনুরূপভাবে আত্মা তাহার আহার্য না পাইলে দূর্বল হইয়া তাহার জন্য নিদিষ্ট কর্মে শক্তিহীন হইয়া পাপের কলুষে নিজেও নিমজ্জিত হয় এবং অপরকেও নিমজ্জিত করে। ইহা একান্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, যে ব্যক্তির নামাযে অরুচি হইয়াছে সে কিভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। যে জড় খাদ্যে আমাদের জীবন নির্ভর করে, উহাতে আল্লাহ্‌তা'লা রুচি ও স্বাদ রাখিয়াছেন। সুতরাং নশ্বর দেহ-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা যখন

আমাদিগের জন্য ক্ষুধা, আগ্রহ ও স্বাদ রাখিয়াছেন, তখন অমর আত্মার জন্য যে খাদ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহাতে নিশ্চয়ই তিনি স্বাভাবিকভাবে শত সহস্রগুণ বেশী স্বাদ রাখিয়াছেন। খাবার নিয়ম পালনে ত্রুটি অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ম পালনে ত্রুটি করিলে যেমন অরুচির সৃষ্টি হয়, তেমনি আত্মার স্বাস্থ্য বিরোধী কার্য অর্থাৎ পাপ কার্যে লিপ্ত হইলে আত্মা পীড়িত হয় এবং নামাযে তাহার অরুচি হয়। সুতরাং যাহার নামাযে অরুচি হইয়াছে, তাহার অত্যন্ত ভীত ও হুঁশিয়ার হওয়া এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। খাদ্যে অরুচি থাকিলে যেমন আমরা ঔষধ খাই এবং জবর-দস্তি কিছু না কিছু পথ্য খাই, তেমনি নামাযে অরুচি হইলে আমাদিগকে ঔষধ স্বরূপ এস্তেগফার ও লা-হওলা খুব বেশী বেশী পড়িতে হইবে এবং জবরদস্তি করিয়া নিজেকে নামাযে নিয়োজিত করিতে হইবে এবং নামাযের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট নিজ ভাষায় বিনীতভাবে কৃতপাপের ক্ষমা চাহিয়া উহার অভ্যাস হইতে মুক্ত হইবার জন্য এবং নামাযের অরুচি দূর করিবার জন্য নিবেদন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য ফল দেখাইবে।

জড় খাদ্যের সাহায্যে যেমন আমাদের শরীরের বল অটুট থাকে এবং আমরা কার্যক্ষম থাকি, তেমনি নামাযের সাহায্যে আমাদের আত্মা সবল থাকে এবং আমরা সকল প্রকার অন্যায় ও দুর্নীতির সাফল্যজনক মোকাবেলা করিতে সক্ষম থাকি। অন্যথায় আমরা শয়তানের শীকারে পরিণত হই। আত্মা দেহের প্রভু স্বরূপ এবং দেহ উহার ভৃত্য। প্রভুকে উপেক্ষা করিয়া মূর্খের ন্যায় যেন আমরা ভৃত্যের সেবায় ষোল-আনা আত্মনিয়োগ না করি। মর্যাদা অনুযায়ী যেন আমরা উভয়ের প্রতি মনোযোগী হই।

মানব কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা বাদশাহের একবার সাক্ষাৎকার পাইলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে এবং মনভরা আশা লইয়া সেই সাক্ষাৎকারের সময়ের জন্য উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করে। অথচ এই সকল পদস্থ ব্যক্তির সামর্থ ও মর্যাদা কতখানি? সামান্য ফকির হইতে মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ পর্যন্ত সকলেই আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারের ভিখারী। মানবের কি বুদ্ধিমত্তার কাজ নহে যে, ভিখারীর দ্বারে ধর্ণা না দিয়া সর্বপ্রদাতা মহামহিমান্বিত বিশ্বপতির দ্বারে হস্ত প্রসারিত করা? কিন্তু কিভাবে তাঁহার নিকট যাওয়া যাইবে? হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "নামায মোমেনের মেরাজ।" পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তাঁহার দাসগণের জন্য দৈনিক পাঁচবার আপন সাক্ষাৎকারের আম দরবার খুলিয়া রাখেন। কে আছ বুদ্ধিমান, যে এমন সুযোগ সন্ধিক্ষণগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া আপন ভাগ্যের পরিবর্তন করিয়া লইবে? কিন্তু হায়! মানবের এমন বুদ্ধি বৈকল্য ঘটিয়াছে যে, অনন্তদাতার উপর তাহার অবিশ্বাস; তাঁহার অফুরন্ত দরবার তাহার নিকট তুচ্ছ অথচ ভিক্ষুকের উপর তাহার পূর্ণ বিশ্বাস এবং তাহারই সম্মুখে ভিক্ষার ঝুলি হস্তে দণ্ডায়মান! সর্বদুঃখহরার সাদর আহ্বান তাহার নিকট অর্থহীন; তাহার বিশ্বাস ভিক্ষুক তাহার দুঃখ মোচন করিবে। কি বিচিত্র বুদ্ধি-বিভ্রম।

মানব যখন জাতিগত ভাবে পাপাচারী হয়, তখন তাহাদের জাতিগতভাবে নামাযে অরুচি হয় এবং এমন সময়ে আল্লাহ্‌তা'লার নবী আসিয়া তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা দেন। যাহারা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহারা পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া রোগ মুক্ত হয় এবং বাঁচিয়া যায় এবং যাহারা নবীকে গ্রহণ করে না, তাহারা রোগ মুক্ত হয় না এবং নির্ধারিত সময়ের বিপদ আসিয়া তাহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সরাইয়া দেয়।

নামায আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষক। আত্মা স্বাস্থ্যবান থাকিলে মানবের জীবনধারার সকল অঙ্গ সুন্দর ও সুচারুরূপে ক্রিয়াশীল থাকে।

উপসনাবিহীন জাতি জীবন গতির ভারসাম্য হারাইয়া জটিল হইতে জটিলতার অবস্থায় জড়াইয়া অচল অবস্থায় পড়িয়া সর্বগ্রাসী অশান্তি ও ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা নবীকে প্রেরণ করেন মানবজাতিকে তাহাদিগের কৃতকর্মের ফল হইতে উদ্ধার করিতে। তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া সংশোধিত না হইলে অবাধ্য উপাসনাবিবীন জাতি বিনষ্ট হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ০

"তাহাদিগের (ইব্রাহীম এবং ইস্রাইল প্রমুখাৎ পুণ্যাত্মাগণের) পরে নামাযকে উপেক্ষাকারী বংশধর আসিল এবং নীচ বাসনার অনুসরণ করিল। অতএব তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

(সূরা মরিয়ম—৪র্থ রুকু)।

নামায মানবের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে ইহার প্রতিষ্ঠাকল্পে ধরাপৃষ্ঠে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার নবীর আবির্ভাব হইয়াছে। যখনই মানব নবী প্রদত্ত ঐশী বিধান অথবা উহার অনুশীলন এবং পালনে হস্তক্ষেপ বা উপেক্ষা করিয়াছে, তখনই আল্লাহ্‌তায়ালা নবী প্রেরণ করিয়াছেন। দুনিয়ায় আজ একমাত্র পবিত্র কোরআন মানব হস্তের কলঙ্ক হইতে মুক্ত এবং উহাই একমাত্র জীবিত ও সচল ধর্মবিধান। কিন্তু মুসলমানগণ উহার শিক্ষার প্রতি উদাসীন হইয়াছে। মুসলিম জাহান ইমামহীন, খলিফাহীন। ইমাম ব্যতিরেকে জামাত হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে নামাযে ভক্তি নিবেদনের প্রথম স্বীকৃতি সূরা ফাতেহার اياك نعبد 'আমরা তোমারই এবাদত করি' কিভাবে সত্যে পরিণত হইবে? যাঁহার দেওয়া ধর্ম, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে এ যুগে আবির্ভূত করিয়াছেন। ইসলাম, উহার জামাত ও নামাযকে তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পুনরায় তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি পুনরায় আল্লাহ্‌তালার বাণী লাভের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তা'লার বাণী শুনিবার জন্য আমাদিগের আত্মার মধ্যে আধ্যাত্মিক কর্ণ বা আধ্যাত্মিক রেডিও আছে। পাপের কলুষ যেমন অপরাপর আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়কে বেকার করিয়া দেয়, তেমনি আমাদিগের আধ্যাত্মিক রেডিওটিকেও বেকার করিয়া দেয়। নবী-প্রদত্ত শিক্ষানুযায়ী প্রাণবন্ত নামায ঐ রেডিওকে ঠিক করিয়া দেয়। ফলে আল্লাহ্‌তা'য়ালার তরফ হইতে নিঃসৃত বাণী এই রেডিওতে ধ্বনিত হয়। মোমেন ছাড়া অপর কেহ আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ বাণীগুলি ধরিতে পারে না। এই সংবাদগুলি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক তরঙ্গে স্ফুরিত হয়। যাহার নামায আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি যত একাগ্রতাপূর্ণ, তাহার আত্মার রেডিও তত বেশী তীক্ষ্ণ স্পর্শী। নবীদের প্রতি যে সকল বাণী অবতীর্ণ হয়, সেগুলি ফেরেস্তার কড়া পাহারায় অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গে স্ফুরিত হয়। সেইজন্য নিম্নস্তরের স্বল্প-শক্তি সম্পন্ন আত্মাগুলি ঐ সকল সংবাদ ধরিতে পারে না। আল্লাহ্‌-তায়ালার বাণীগুলি রুইয়া (স্বপ্ন), ইলহাম ও কাশ্‌ফ আকারে আসিয়া থাকে। রুইয়া ও কাশ্‌ফ রুহানী (আধ্যাত্মিক) টেলিভিশন সদৃশ এবং ইলহাম রেডিওর সংবাদ সদৃশ।

আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীগুলি আধ্যাত্মিক জগতের ভাষাবিশিষ্ট। আধ্যাত্মিক জগত মরণের পরপারে। আল্লাহ্‌তায়ালার নিত্য দর্শন লাভ ও তাঁহার বাণী শ্রবণ পরকালেই সম্যকভাবে সম্ভব। মরণের দ্বার ছাড়া আধ্যাত্মিক জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব নহে। ঘুম মরণের ছোট ভাই। সুতরাং ইহজীবনে ঘুমের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীলাভ ঘটিয়া থাকে।

'মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া যাও' হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। যে ব্যক্তি জগত সম্বন্ধে মৃতের ন্যায় নিস্পৃহ হয়, তাহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীলাভ সহজ হয়। নামাযের মধ্যেও আত্ম-বিলীনতায় মৃত্যুসম অবস্থায় উপনীত হইলে, আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত বাক্যালাপের সংযোগ স্থাপিত হইয়া যায়। যাহা হউক ঘুমের একটি সাধারণ অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানুষ সব কিছু বিকৃতাকারে এলোমেলো ও অর্থহীনরূপে দেখে। ঘুমের আর একটি অবস্থা আছে, যাহাকে আধ্যাত্মিক জাগরণ বলা যাইতে পারে। ইহা পার্থিব জাগরণ হইতে উন্নততর অবস্থা। ঘুমের অবস্থা হইতে আত্মাকে বিদ্যুৎ গতিতে আধ্যাত্মিক জাগরণে উত্তোলন করা হয়। তখন সে উদ্দিষ্ট বিষয় দেখে বা শ্রবণ করে, যাহার মধ্যে ভবিষ্যতের সংবাদ, আদেশ নিষেধ, শুভ বা অশুভ সংবাদ, সান্ত্বনা বা ভীতির সতর্কবাণী নিহিত থাকে। এতদ্বারা মানুষের আত্মা সবল হয় এবং তাহার ইহকাল ও পরকালের উন্নতি সুনিশ্চিত হয়।

রুইয়া', ইলহাম ও কাশ্‌ফের ভাষা বুঝিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র গ্রন্থ কোরআন মজিদ বিশেষ ভাবে সদা পাঠ করা ও বুঝা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে রুইয়া, ইলহাম ও কাশ্‌ফের পূর্ণতা কোরআন মজিদের অর্থ বুঝিতে সাহায্য করে।

রুইয়া, ইলহাম ও কাশ্‌ফ মানুষ প্রায়ই ভুলিয়া যায়। রীতিমত তাহাজ্জুদের নামায একাগ্রচিত্ততার সহিত পড়িলে উজ্জল আকারে রুইয়া, ইলহাম ও কাশ্‌ফ হইয়া থাকে এবং স্মরণ রাখিতে সহায়তা করে। নিশ্চিত হইবার জন্য এগুলি জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া রাখা ভাল।

প্রত্যেক ধনের অধিকারের সহিত অহঙ্কারের আশঙ্কা জড়িত থাকে। রুইয়া, ইলহাম ও কাশ্‌ফ সর্বাপেক্ষা বড় ধন। সুতরাং অপরিপক্কগণের জন্য ইহাদের সহিত অহঙ্কার আসার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। অহঙ্কার মানবের জন্য বিশেষ ক্ষতি ও পতনের কারণ হয়।

এ বিষয়ে আর একটি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। রুইয়া, ইলহাম ও কাশ্‌ফ প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যের জন্য মানুষের কাছে বলিয়া বেড়াইলে অহঙ্কার আসে এবং ক্ষতির কারণ হয়। বন্ধু ব্যতিরেকে অপরের নিকট আপন রুইয়া ইত্যাদি বলা উচিৎ নয়। এতদ্ব্যতিরেকে প্রয়োজনবোধে এগুলি বর্ণনা করিবার সময়ে যেন কেহ নিজের কথা মিলাইয়া বা সাজাইয়া না বলে। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার কথার সহিত নিজের কথা মিলাইবার অপরাধের শাস্তি মৃত্যু।

রুইয়া ইত্যাদিতে কোন বিপদ সংকেত থাকিলে কাহাকেও না বলিয়া সদকা দিতে হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কাতরভাবে দোয়া করিতে হয়, যেন বিপদ না ঘটে এবং ভাল সংবাদ থাকিলে বিনীতভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে ও তাঁহার প্রশংসা করিতে হয় এবং দোয়া করিতে হয়, যেন তাহার কোন অপরাধের কারণে ঐ কল্যাণ হইতে সে বঞ্চিত না হয়।

নামাযের উপকারিতা

১। এক নেতার অধীনে চলার অভ্যাস আনে।

২। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করার অভ্যাস আনে

৩। সমাজে একতা ও ভ্রাতৃত্ব আনে।

৪। বাহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা আনে

৫। একাগ্র চিত্ততার অভ্যাস আনে।

৬। পাপ হইতে মুক্তি দেয় এবং পুণ্য কর্মে শক্তি দেয়।

৭। আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত কথোপকথনের দ্বার খুলিয়া দেয়।

৮। ইহার সাহায্যে মানুষের সকল মুস্কিল দূর হয় এবং সৌভাগ্যের দ্বার উম্মুক্ত হয়।

৯। ইহার সাহায্যে মানুষ নিজের জীবনে পরিবর্তন আনিতে পারে এবং অপরের জীবনে, এমনকি জাতীয় জীবনেও পরিবর্তন সাধিতে পারে, যেমন নবীদের জীবনে পরিদৃষ্ট হয়।

১০। ইহা মানুষ ও জাতিকে মহাসম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া ইহকালে চিরস্মরণীয় এবং পরকালে মহা সাফল্যের অধিকারী করে।

★

পরলোকে মৌলানা জালাল উদ্দীন শামস

লণ্ডন মস্কের ভূতপূর্ব ইমাম হযরত মৌলানা জালাল উদ্দীন শামস (রাঃ) গত ১৩ই অক্টোবর রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৬॥ ঘটিকায় সারগোদাতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। [ইন্না ·········· রাজেউন]। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল।

মৃত্যুর দিন তিনি তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য রাবওয়া হইতে সারগোদা গমন করেন। সেখানে বেলা ১টার সময় তিনি হৃদযন্ত্রে কষ্ট অনুভব করেন এবং চিকিৎসার পর উপসম বোধ করেন। অতঃপর কয়েক ঘন্টা পর আবার তিনি আক্রান্ত হন এবং বিকাল ৬॥ ঘটিকায় আপন প্রভুর সন্নিধানে গমন করেন।

তিনি ছিলেন ইসলামের অক্লান্ত বীর। তিনি আহ্‌মদীয়াতের বাণী লইয়া সিরিয়া গিয়াছিলেন এবং দামেস্কে জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি ফিলিস্তিনে গমন করেন। সেখানের একটি গ্রামই তাঁহার প্রচেষ্টায় আহমদী মতাবলম্বী হইয়াছে। ঐ জামাত এখন ইসরাইল রাষ্ট্রে অবস্থিত। অতঃপর তাঁহাকে লণ্ডন পাঠান হয়। হযরত আবদুর রহীম দরদ (রাজিঃ) কাদিয়ানে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি লণ্ডন মস্কের ইমাম নিযুক্ত হন। গত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় কেন্দ্রের সহিত ভাল যোগাযোগ না থাকায় তাঁহাকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়। কিন্তু তিনি আল্লাহর ফজলে সকল অসুবিধা কাটাইয়া উঠেন এবং সেখানকার জামাত পরিচালনা করেন। তাঁহার ত্যাগ ও সাধনার ফলে সেখানে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেখানকার লোক ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। শুধু তাই নয় অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

মৃত্যুকালে তিনি জামাতের নাজেরে ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ ছিলেন। তিনি বহু পুস্তকের প্রণেতা। তিনি শুধু সুলেখকই ছিলেন না, বাগ্মীও ছিলেন। তাঁহার কর্মের পুরস্কার স্বরূপ হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (রাজিঃ) তাঁহাকে খালেদ উপাধিতে ভুষিত করেন।

আল্লাহ্‌ তাঁহাকে স্বর্গে অতি উচ্চস্থান দান করুন আমরা সর্বান্তকরণে সেই প্রার্থনা করি।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 12·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	হোশান্না	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.